বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন ২০১০

জীববৈচিত্রপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন

পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

2010 International Year of Biodiversity

WED2010
WORLD ENVIRONMENT DAY . 5 JUNE
MANY SPECIES ONE PLANET ONE FUTURE

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০৫ জুন ২০১০

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

কার্বনসৃষ্ট জ্বালানীর ব্যবহার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি ও মানব নিরাপত্তা আজ হুমকীর সম্মুখীন। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচিতে এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'Many Species. One Planet. One Future.' বাংলায় যা, 'জীববৈচিত্রপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ বছরকে 'আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র বর্ষ' ঘোষণা করা হয়েছে যা প্রশংসনীয়। আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণকে কার্যকর অবদান রাখার জন্য আমি আহবান জানাই।

আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১০' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(মোঃ জিল্লুর রহমান)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ রক্ষায় ইতিবাচক কর্মোদ্যোগগুলোকে প্রাণবন্ত রাখতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ উৎসব হচ্ছে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি নির্ধারিত এবছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য জীববৈচিত্রপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন (Many Species. One Planet. One Future.) অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। প্রতিপাদ্যটি জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র বর্ষ ২০১০-এর গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞানীদের মতে এ পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি প্রজাতির জীব রয়েছে যার ১৫০ হতে ২০০টি প্রতিদিন এ ধরিত্রী হতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মানবজাতির অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডই এর জন্য দায়ী। জলবায়ু পরিবর্তনকে জীববৈচিত্রের জন্য একটি অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫ হতে ২.৫ সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে শতকরা প্রায় ২০ থেকে ৩০ ভাগ জীব বিলীন হবার ঝুঁকির মধ্যে চলে আসবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে জীববৈচিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। পৃথিবীর ৬০ শতাংশের বেশী মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভেষজ চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল। জীববৈচিত্রই পৃথিবীর ভারসাম্যকে টিকিয়ে রেখেছে। আমাদের খাদ্য চক্র থেকে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মান্ডের জলবায়ু ও মহাজাগতিক সকল ক্রিয়া-কলাপে জীববৈচিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। পৃথিবীর জন্মলগ্ন হতেই জীববৈচিত্র কমে আসছে স্বাভাবিক নিয়মে। যদিও গত এক শতক ধরে মানুষ এই জীববৈচিত্র হ্রাসের প্রাকৃতিক নিয়মকে কমপক্ষে একশত ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে বিলুপ্তির এই হার নতুন প্রজাতি আগমনের হারের চেয়ে অনেক বেশী।

জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকার পালনে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। রামসার কনভেশন অনুযায়ী জলাভূমির জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য টাংগুয়ার হাওড়সহ বিভিন্ন হাওড় ও জলাশয় সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর "কোস্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওড়" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন এবং হাকালুকি হাওড়ের জীববৈচিত্র সংরক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ঘোষিত ঢাকার চতুর্পার্শ্বস্থ ৪টি নদী এবং নদীসমূহের ফোরশোর এলাকাসহ এ পর্যন্ত দেশের মোট ১২টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে এ সকল এলাকায় জীববৈচিত্র ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জীববৈচিত্র হতে আহরিত সুবিধাগুলোর যথাযথ ব্যবহার এবং আমাদের গৃহীত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাতে সক্ষম হবো বলে আমি আশাবাদী।

আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র সংরক্ষণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আসুন জীববৈচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে "জীববৈচিত্রপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন" পূরণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করি।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সাফল্য এবং এর মধ্যদিয়ে গণমানুষ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আসবে, এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(ড. হাছান মাহমুদ, এমপি)

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

বাণী

"জীববৈচিত্রপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন" (Many Species. One Planet. One Future)-এই প্রতিপাদ্য-কে সামনে রেখে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও এ বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। একই সাথে জীববৈচিত্র সংরক্ষণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ২০১০ সালকে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। জীববৈচিত্র বর্ষের প্রতিপাদ্য হলোঃ জীববৈচিত্রই জীবন! জীববৈচিত্রই আমাদের টিকিয়ে রেখেছে! (Biodiversity is Life! Biodiversity is Our Life!!)।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং জীববৈচিত্র বর্ষ-এর প্রতিপাদ্য আমাদেরকে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, জীববৈচিত্র টিকিয়ে রাখতে না পারলে আমরা হারিয়ে ফেলবো বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদানসমূহ। যদি জীববৈচিত্র হারিয়ে যায়, তবে প্রকৃতির এত রূপ, রস, গন্ধ কিছুই থাকবে না। আমাদের সামনে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ভয়াবহ বিপদ আসছে তা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করতে না পারলে জীববৈচিত্রকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। পরিবেশ সংরক্ষণে নিয়োজিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি বিশ মিনিটে একটি প্রজাতি বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের এক হিসেবে দেখা গেছে, প্রতি বছর দশ হাজার থেকে এক লাখ প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ এ পরিচালিত অন্য এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এছাড়া, আইইউসিএন এর Red list of Threanetned Species of 2009 অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ ৪৭,৬৭৭ টি প্রজাতির মধ্যে ১২,২৯১ টি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বহু প্রজাতিতে ভরপুর পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ একটি পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সকলকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে - এটাই বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১০ এ সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান।

(মনোয়ার ইসলাম)

জীববৈচিত্র সংরক্ষণঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

মোঃ আবদুস সোবহান, অতিরিক্ত মহাপরিচালিক, পরিবেশ অধিদপ্তর

জীববৈচিত্র এ পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের ফলে প্রতিনিয়ত পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটছে এবং বিনষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র। জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ একটি দেশ হিসেবেই বাংলাদেশ বিশ্বপরিমন্ডলে পরিচিত। আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূল চালিকাশক্তি এদেশেরই জীববৈচিত্র। এদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের যতটুকু আজও বজায় আছে, তা জীববৈচিত্রের কল্যাণেই।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতা, অপরিণামদর্শী পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের অভাবে আমরা হারিয়েছি জীববৈচিত্রের উপাদান বহু প্রজাতিকে, ধ্বংস করেছি জীবের আবাসস্থল মূল্যবান প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে। তারপরও, আজও বিপুল জনসংখ্যার এ দেশে আমাদের প্রাত্যহিক অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, জ্বালানীসহ বেঁচে থাকার সকল কিছু সরবরাহ করছে পরিবেশের যে উপকরণ তা জীববৈচিত্র। জীববৈচিত্রের কোনো সদস্যকে আর যেন হারিয়ে ফেলতে না হয় সে লক্ষ্যে আমাদের সকলকে একনিষ্ঠ হতে হবে। সে বার্তাটিই বহন করছে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) ঘোষিত এবারের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্যঃ জীববৈচিত্রপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন (Many Species. One Planet. One Future)। জীববৈচিত্র সংরণে মানুষের সচেতনতা এবং সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে জাতিসংঘ ২০১০ সালকে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র বর্ষ হিসেবেও ঘোষণা করেছে। জীববৈচিত্র বর্ষের প্রতিপাদ্য হলোঃ জীববৈচিত্রই জীবন! জীববৈচিত্রই আমাদের টিকিয়ে রেখেছে! (Biodiversity is Life! Biodiversity is Our Life!!)।

পরিবেশের অন্যতম উপাদান জীববৈচিত্রের অবক্ষয় যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই কাজ শুরু করে। স্টকহোমে ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয় মানব পরিবেশ সম্মেলন। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরণ কার্যক্রমের গুরুত্ব তখন থেকেই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বাংলাদেশও পিছিয়ে থাকেনি। এর পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সরকার Water Pollution Control Ordinance ১৯৭৩ জারী করে। ১৯৭৩ সালেই পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করে বঙ্গবন্ধুর সরকার। বন্য প্রাণী সংরণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একই বছরেই জারী করা হয় Bangladesh Wild Life (Preservation) Order ১৯৭৩. পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারীর ধারাবাহিকতায় পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয় এবং ২৬ জনবল বিশিষ্ট পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে এসে ৭০ জনবল বিশিষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ গঠন করা হয়। পরে ১৯৮৯ সালে অধিদপ্তরের নতুন নামকরণ করা হয় পরিবেশ অধিদপ্তর এবং এর কার্যপরিধিও ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এরপর পর্যায়ক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৭ তে উন্নীত হলেও বর্তমানে কর্মরত আছে মাত্র ১৯৪ জন। বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ এবং স্বল্পোন্নত দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন করা পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান ২৬৭ জনবল দ্বারা সম্ভব নয়। বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরণ কার্যক্রমকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য ৪৬৮টি নতুন পদ সৃষ্টি এবং ৬টি বিভাগীয় অফিস সম্প্রসারণসহ ২১টি জেলায় অফিস স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করে। জনবল নিয়োগ ও অফিস স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্প্রসারিত কাঠামোর মাধ্যমে সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচি আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।

সরকার ১৯৯২ সালে পরিবেশ নীতি, ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা এবং ২০০০ সালে পরিবেশ আদালত আইন বলবৎ করে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ এবং এদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কসহ এগুলোর সাথে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখাসহ এগুলোর গুণগত ও পরিমানগত মান উন্নয়ন এবং গুণগত ও পরিমানগত মানের অবনতি রোধের লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

জীববৈচিত্র সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে লাল শ্রেণীভুক্ত সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিধিমালার খসড়া প্রণীত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক আইনের খসড়াও ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। পরিবেশগত অবয়ের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালে দেশের জীববৈচিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৮টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়। বর্তমান সরকার ঢাকার চতুর্পার্শ্বস্থ ৪টি নদী এবং নদীসমূহের ফোরশোর এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে। এ সকল এলাকায় জীববৈচিত্র ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পালনে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমির জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য টাংগুয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওর ও জলাশয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যাপক কাজ ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। টাংগুয়ার হাওরের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জলমহাল ইজারা প্রদানের পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। উপকূলীয় ও জলাভূমিস্থ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিস (জিইএফ) এবং ইউএনডিপি এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক 'কোষ্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওর' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন এবং হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র সংরক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পাহাড় পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশের পাহাড় গুলো মূলতঃ চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় অবস্থিত। এ সকল পাহাড় জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই প্রয়োজন এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্যে। কিন্তু অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণসহ নানা ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে দেশের পাহাড়সমূহ আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার জন্য সরকার ২০০২ সালের মার্চ মাসে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে তা প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে। এছাড়া পাহাড় কর্তন রোধকল্পে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। এ ধরনের ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে মামলা দায়েরসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে পাহাড় কর্তনরোধে নিয়মিত মনিটরিংসহ গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সরকারের এ ধরনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশে পাহাড় কাটার প্রবনতা কমে আসছে।

জীববৈচিত্র সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়ে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির উপর বিভিন্ন স্তরে গবেষণা এবং জীবপ্রযুক্তির উদ্ভাবনসমূহ যাতে মানব স্বাস্থ্যসহ জীববৈচিত্রের জন্য কোনো বিরূপ প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বায়োসেফটি গাইডলাইন্স অব্ বাংলাদেশ হালনাগাদ করেছে এবং বায়োসেফটি সংক্রান্ত আইন-কানুন তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ণ করা হয়েছে। আধুনিক জীবপ্রযুক্তির উপর গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিবেশসম্মত উপায়ে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আহ্বায়ক করে জীব নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আহ্বায়ক করে গঠিত জীববৈচিত্র বিষয়ক জাতীয় কারিগরী কমিটি জীববৈচিত্র সংরক্ষণে যে দিকনির্দেশনা প্রদান করছে সেগুলো বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর তৎপর রয়েছে।

ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ বায়োসেফটি বিধিমালা এবং জীববৈচিত্র আইন এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণ এবং মতামতের ভিত্তিতে যাতে জীববৈচিত্র সংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালা যাতে চূড়ান্ত করা যায় সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর শুধু সভা-সেমিনারের মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ সকল আইন-কানুনের উপর মতামত গ্রহণ করছে না, সমস্ত আইন-কানুনের খসড়া জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.doe-bd.org) দেয়া হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা এবং পরিবেশ আদালত আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

জীববৈচিত্র সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর অংশীদার বা পার্টি হিসেবে আন্স্মর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের যে অঙ্গীকার রয়েছে তা পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে জীববৈচিত্রের বর্তমান অবস্থা, অবয়ের ধারা, জীববৈচিত্র টিকে থাকার ক্ষেত্রে হুমকিসমূহ পর্যালোচনা এবং ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যকশন প্লান (এনবিস্যাপ) বাস্তবায়ন এবং এনবিস্যাপকে অন্যান্য সেক্টরাল নীতি, কৌশল বা পরিকল্পনার সাথে অঙ্গীভুত (ইন্টিগ্রেশন) করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি নিরূপণ, জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১০ বায়োডাইভারসিটি টার্গেটের অগ্রগতি বিশ্লেষণ এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বাংলাদেশের ২০২০

সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কী কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সিবিডি সেক্রেটারিয়েটকে চতুর্থ ন্যাশনাল রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রণীত ন্যাশনাল রিপোর্টের উপকরণ নিয়ে সিবিডি সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক এ বছর গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি আউটলুক প্রকাশিত হবে। চতুর্থ ন্যাশনাল রিপোর্ট বাংলাদেশে বায়োডাইভারসিটি ন্যাশনাল এসেসমেন্ট এন্ড প্রোগ্রাম অব্ একশন ২০২০ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। হালনাগাদ এ প্রতিবেদনে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, জীবের আবাসস্থল খন্ডিতকরণ বা ধ্বংস করা, পানি প্রবাহ বা হাইড্রোলজিক্যাল রেজিমে পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা, ইনভেসিভ প্রজাতি, অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে বাংলাদেশে জীববৈচিত্র টিকে থাকার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে সমগ্র দেশের প্রতিবেশ ব্যবস্থা এবং হুমকিগ্রস্থ জীববৈচিত্রকে বিবেচনায় এনে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ৯টি ফোকাল এরিয়াতে বিভক্ত করে ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ৭৪ টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে মোট ২৫,২৩৫ মিলিয়ন টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীকে এ বায়োডাইভারসিটি প্রোগ্রাম অব্ একশন ২০২০ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়নের একটি শিখরে নিয়ে যাবার লক্ষে বর্তমান সরকারের যে পরিকল্পনা রয়েছে তা অর্জনে বায়োডাইভারসিটি প্রোগ্রাম অব্ একশন-এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বর্তমান শতাব্দিতে জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি এ ৩ টি বিষয় সমগ্র পৃথিবীকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলছে। আর তিনটি সমস্যার সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। এদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনসহ আঞ্চলিক পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে হুমকিগ্রস্থ হচ্ছে আমাদের দেশের জীববৈচিত্র। সরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) প্রণয়ন করেছে। BCCSAP তে ৬টি থিমেটিক এরিয়ার আওতায় প্রায় ৪৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে ৭০০ কোটি টাকার একটি জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল (Climate Change Trust Fund) গঠন করেছে। এ তহবিল হতে BCCSAP তে চিহ্নিত ৬টি থিমেটিক এরিয়ার আওতায় চিহ্নিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের জীববৈচিত্র অটুট রাখা না গেলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কার্যক্রম কোনোভাবেই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করবে না। এ জন্য আমাদের অভিযোজন কাযক্রমের মূল দৃষ্টিভঙ্গীই হবে জীববৈচিত্র সংরক্ষণকে ঘিরে। কারণ, জীববৈচিত্র টিকে না থাকলে থাকবে না খাদ্য নিরাপত্তা, থাকবে না ন্যূনতম বেচে থাকার উপকরণ, ঝড়-জুলোচ্ছাসে থাকবে না কোনো প্রতিরক্ষাব্যূহ, আমরা এগিয়ে যাব এক ভয়াবহ পরিনতির দিকে-বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য যা আমরা কখনো চাইনা।

পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতিটি পদক্ষেপে দেশের সকল সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, সামাজিক সংগঠন, শিক্ষার্থী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০৫ জুন ২০১০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জীববৈচিত্রের অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'জীববৈচিত্রপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন' (Many Species. One Planet. One Future.)। পাশাপাশি জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১০ সালকে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র বর্ষ হিসেবে পালনের বছরব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগকেও আমি স্বাগত জানাই।

আমাদের জীবন-জীবিকা, সমাজ-সংস্কৃতি আবর্তি